শৈশবের অভিজ্ঞতা : ক্লাস ৮

(সিডিও/এনডিচপি)

এখন আমি এক কিশোরী। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। সবেমাত্র শৈশব অতিক্রম করে এসেছি। শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা আমার খুব মনে পড়ে। ঐদিনগুলো খুব সুখের ছিল আর খুব মজারও ছিল।

মায়ের কোল ছেড়ে টলমল করে চলার দিন থেকে আমার প্রকৃত শৈশব শুরু হয়েছিল। সেই সময়কার একটা মজার কথা আমার খুব মনে পড়ে। পিসি খাওয়াত, গল্প বলত। আবার আমি দুষ্টুমি করলে পিসিই আলোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়া দেখিয়ে আমাকে ভয় দেখাতেন। আমি ছুটে মায়ের কাছে চলে যেতাম। এই পিসির মুখেই নানারকম রূপকথার গল্প আমি শুনেছি। শুনতে শুনতে কখন সেই রূপকথার জগতের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলাম। রাজপুত্র ও রাজকুমারীদের যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম। দেখতে পেতাম রাক্ষস রাক্ষসীদের। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজপুত্রকে আসতে দেখতাম।

আমাকে ভীষণভাবে মোহিত করত রামায়ণ-মহাভারত এবং পৌরাণিক গল্প গুলো। সীতার দুঃখে ভারি কষ্ট পেতাম। রাগ হত খুব রাবণ রাজার ওপর। পিসি স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্পও বলত।

আমার শৈশবের দিনগুলো যে বাড়িতে কেটেছে তার সামনেই ছিল একটা বাগান। এই বাগানে ছিল অনেক গাছপালা আর অনেক ফুলের সমারোহ। পুজোর সময় শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসত। এখানে ছিল হরেক রকমের পাখিদের আনাগোনা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার তাদের সাথে ভাব হয়ে গেছিল।

এরপর এলো স্কুলে ভর্তি হওয়ার পালা। ভাল স্কুলে ভর্তিও হয়ে গেলাম। স্কুলে যাবার প্রথম দিনের কথা আমার মনে পড়ে না। তবে মায়ের মুখে শুনেছি প্রথমদিন আমি খুব কেঁদেছি স্কুলে ঢোকার সময়। বাড়ি ফেরার পর মা আমাকে খুব বুঝিয়ে ছিলেন। তাই আর পরদিন থেকে কান্নাকাটি না করে গড়গড় করে ভেতরে ঢুকে গেছিলাম। এখন আমি ঐ স্কুলেরই দশম শ্রেণীর ছাত্রী। লেখাপড়ায় আমার মনোযোগ ছিল বলে দিদিমণিদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়েছিল আমার দিকে। স্কুল জীবনের কথা উঠলেই মনে পড়ে যায় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, সরস্বতী পূজো, রবীন্দ্র জয়ন্তী, খেলাধুলো, অভিনয়, নাচ, গান। আমি সব অনুষ্ঠানেই যোগদান করতাম। স্কুলের সেই সব দিনের স্মৃতি আজও আমার মনে সজীব হয়ে আছে।

শৈশবের সুখ স্মৃতি যেমন মনে আছে তেমনি দুঃখের কথাও মনে আছে। আমার শৈশবে ঠাকুমা গত হয়েছিলেন। সেই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। বাবার সেকি কান্না। আমাদের বাড়িতে দাদার পোষা কুকুর টম্‌ও মারা গেছিল। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। দাদা তিনদিন কিছু না খেয়ে

কেবল কেঁদেছিল। আমার কাকু বলেছিলেন আরো একটা কুকুর পোষার কথা। কিন্তু দাদা একেবারেই নাকচ করে দিয়েছিল।

শৈশবের আরো সুখকর স্মৃতি মনে পড়ে যায়। মামার বিয়ে, দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন, পিসি-পিসান-এর বিবাহ বার্ষিকী। শৈশবে প্রত্যেক বছরই গরমের ছুটির সময় বাবার সঙ্গে আমরা সবাই মিলে দেশ ভ্রমণ করতে যেতাম। কখনো ছুটিছাটা দেখে আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি ঘুরতে যেতাম। এইভাবেই সুখেদুঃখে আমার শৈশব বেশ ভালই কেটেছে। শৈশবের কিছু ভুলে যাওয়া স্মৃতি মা মাঝেমাঝে মনে করিয়ে দেন।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪